মোছলেম বঙ্গের
সামাজিক ইতিহাস

মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ

ঐতিহ্য

ভূমিকা

আমার বাবা মওলানা আকরম খাঁ বাঙলার মুসলমানদের ধর্ম কৃষ্টি এবং সাংস্কৃতিক জাগরণের জন্য তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছেন। বিভাগপূর্ব ভারতবর্ষে শিক্ষা-দীক্ষায় বাঙালি মুসলমানরা হিন্দুদের থেকে অনেক পিছিয়ে থাকার ফলে তারা হিন্দুদের দ্বারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিগৃহীত হতেন। তখনকার পত্র-পত্রিকায় মুসলমানদের পক্ষে সংবাদ পর্যন্ত পরিবেশন করা হতো না। বরং তদানীন্তন হিন্দু শিক্ষিত সমাজ মুসলমানদের ঘৃণা আর অবজ্ঞা করে সংবাদ পরিবেশন করতেন। এ রকম একটা অসহনীয় অবস্থায় বাবা তার কয়েকজন সাংবাদিক বন্ধুর সহযোগিতায় ১৯৩৬ সালে কলকাতায় প্রথম তাঁর নিজের সম্পাদনায় 'আজাদ' নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। শোনা যায় চল্লিশ দশকের ভারত বিভাগের ডামাডোলের সময় সাম্প্রদায়িক হিন্দুরা 'আজাদ' পত্রিকাকে 'অজাত' পত্রিকা বলে ডাকতেন।

সত্যিকার ইতিহাস জানার চেষ্টা করলে বাঙালি হিন্দুকর্তৃক বাঙালি মুসলমানদের অনেক নিগ্রহের কথা জানা যাবে। বাবার সারা জীবনের চেষ্টা ছিল এ ধরনের নিগ্রহের হাত থেকে তাঁর নিজের জাতভাইদের রক্ষা করা। তাই তিনি তাঁর লেখনির মাধ্যমে বাঙালি মুসলমানদের তাদের নিজস্ব ইতিহাস জানাবার চেষ্টা করেছেন। চেষ্টা করেছেন সত্যিকার ইতিহাস লেখার। তাঁর জীবনের একমাত্র সাধনা ছিল বাঙালি মুসলমানদের শিক্ষিত আত্মনির্ভরশীল জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। তাঁর সেই সাধনা বাস্তবে রূপ লাভ করেছে। তিনি তার জীবিতাবস্থায় তার বাস্তব রূপ দেখতে সক্ষম হয়েছেন বলে আমি অত্যন্ত প্রীত।

বাবার লেখা 'মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস' বইটি দীর্ঘ দিন যাবৎ বাজারে না থাকায় বিদ্যোৎসাহী পাঠক সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন বলে মনে করি– তাই আমি 'ঐতিহ্য'র আরিফুর রহমান নাইমকে বইটি প্রকাশ করতে অনুরোধ করায় এবং তিনি সম্মত হওয়ায় আমি খুব আনন্দিত হয়েছি– তাঁকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

বাবা আজ আমাদের মাঝে নেই কিন্তু আমি উচ্চকণ্ঠে বলতে চাই বাবা আমি তোমাকে ভালবাসি। তোমার ঔরসজাত সন্তান হবার জন্য আমি গর্বিত।

মোহাম্মদ কামরুল আনাম খান
কনিষ্ঠ পুত্র
মোহাম্মদ আকরম খাঁ
'বল্লবী'
৩৮/এ আনন্দপুর
সাভার

বিষয় সূচি

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ'

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه , ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين

رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير

বিষয়

১ম অধ্যায় ৯-১৬

প্রাথমিক কথা

সম অর্থবাচক সংস্কৃত ও আরবী শব্দের তালিকা

সম অর্থবাচক সংস্কৃত ও ফার্সী শব্দের তালিকা

২য় অধ্যায় ১৭-১৮

ইরানীদের আত্ম-বিরোধ

৩য় অধ্যায় ১৯-২৮

দুইটি প্রশ্ন

প্রথম প্রশ্নের উত্তর

জরদাশতের সংস্কার

জরদাশতের শিক্ষা

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর

৪র্থ অধ্যায় ২৯-৩৮

বেদের প্রাচীনত্বের দাবী ও তাহার অসারতার প্রমাণ

চিন্তা বিভ্রাট

৫ম অধ্যায় ৩৯-৪২
আর্য

৬ষ্ঠ অধ্যায় ৪৩-৪৬
আর্যাবর্ত সম্বন্ধে

৭ম অধ্যায় ৪৭-৫৬
জাতীয় ইতিহাসের শুভ সূচনা
ঈছার খোশখবর
য়াহূদ ও বানি ইছারাইল
খালেদ এবনে আলীদ মুখজুমী
খালেদ এবনে অলীদ পরিচয়

৮ম অধ্যায় ৫৭-৬১
মালাবারে ইছলাম মালাবার দেশ
মোপলাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য
মালাবারে নির্মিত মছজিদের তালিকা

৯ম অধ্যায় ৬২-৬৫
সিন্ধু বিজয়

১০ম অধ্যায় ৬৬-৬৮
অনাবিল এক ঈশ্বরবাদ

১১শ অধ্যায় ৬৯-৭০
বাংলার হিন্দু সমাজ
বলি রাজা ও অন্ধ ঋষি

১২শ অধ্যায় ৭১-৭৭
আরব জাতি ও নৌ-বিজ্ঞান

১৩শ অধ্যায় ৭৮-৮৫
এছলামের আবির্ভাবের সুফল
নৌ-বিজ্ঞানে আরবদের দান
কুতুবনোমা বা compas আরবদেরই আবিষ্কার

১৪শ অধ্যায় ৮৬-৯২
বাংলার সমসাময়িক অবস্থা

আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিপদ
মনসার আবির্ভাব
চাঁদ সওদাগরের স্ত্রীর কাহিনী

১৫শ অধ্যায় ৯৩-৯৮
মুছলিম বাংলার পতন
অধঃপতনের বাস্তব উদাহরণ

১৬শ অধ্যায় ৯৯-১০৪
হোছেন শাহ

১৭শ অধ্যায় ১০৫-১১০
বিশ্বকোষের তথ্যাবলি
বিশ্বকোষ লেখকের সমালো
শরীফ শব্দের আভিধানিক

১৮শ অধ্যায় ১১১-১২৪
হোছেন শাহ ও শ্রীচৈতন্য
চৈতন্যের আবির্ভাব
সত্যপীর প্রসঙ্গ
রূপ ও সনাতন
উদ্যোগ পর্ব
যাত্রা পর্ব

১৯শ অধ্যায় ১২৫-১৩৪
প্রাসঙ্গিক আলোচনা
হিন্দুদের পঞ্চতত্ত্ব রহস্য ।
মুছলমান সমাজের উপর ইহার প্রভাব
বাউল ও নেড়ার ফকীরদের দৌরাত্ম্য

২০শ অধ্যায় ১৩৫-১৪০
সামাজিক জীবনের মারাত্মক ব্যাধি
কতিপয় নমুনা

২১শ অধ্যায় ১৪১-১৫৫
মোছলেম ভারতের বিপর্যয় কাল
আকবর ও তাহার দীনে ইলাহী
এছলাম-বিরোধী ধ্বংস অভিযান

২২শ অধ্যায় ১৫৬-১৬৯
এছলামের মৌলিক আদর্শ
তাওহীদের স্থান
কলেমায়ে শাহাদাত
এনাম এবনে তাইমিয়া
তাঁহার পরিচয়
মোজাদ্দেদে আলফে ছানী
জাহাঙ্গীরের দরবারের মেহমান
ছৈয়দ আহমদ শহীদ
তাঁহার আজাদী আন্দোলনে বাঙ্গালীর কৃতিত্ব

২৩শ অধ্যায় ১৭০-১৭৯
মুছলিম বাংলায় অনৈছলামিক ভাবধারা অনুপ্রবেশের প্রকৃত কারণ
যুবরাজ দারা শেকোহ্
অমৃতকুণ্ড। ছুফীদের তৎপরতা
ছুফী মতবাদের সমালোচনা
আল্লামা ইবনে জাওযীর পরিচয়

২৪শ অধ্যায় ১৮০-১৮৪
ছুফী মতবাদের তাৎপর্য
খোনকার বা খন্দকার

২৫শ অধ্যায় ১৮৫-১৯৮
এছলাম ও প্রচলিত বিদআত
প্রচলিত অনুষ্ঠানের হুকুম
গোরপরস্তী বা কবর পূজা

২৬শ অধ্যায় ১৯৯-২১৪
অধঃপতনের আর একটা দিক

পরিশিষ্ট ২১৫-২২৪
এছলামের আদর্শ

১ম অধ্যায়
মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস

তাফছীরের কাজ আল্লাহর রহমতে সুসম্পন্ন হওয়ার পর, আমার কয়েক মাস চিকিৎসা করার ও বিশ্রাম গ্রহণের কথা ছিল। কিন্তু প্রভু পরওয়ারদেগারের মর্জি হইল অন্যরূপ। ইহার প্রথম প্রকাশ ঘটিল ঢাকার কয়েকজন মাওলানা বন্ধুর নিতান্ত আকস্মিকভাবে আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণায়। ইহার কার্যকারণ পরম্পরা সম্বন্ধে কিছু বলার আবশ্যক মনে করিতেছি না। কিন্তু সেই সময় আমার মনে হইল, কোরআন ও হাদীছের নামকরণে, মুছলমান সমাজে যেসব অনৈছলামিক কুসংস্কারের ও অনৈতিহাসিক অন্ধবিশ্বাসের প্রাদুর্ভাব ঘটাইয়া দেওয়া হইয়াছে, বিশেষত খ্রিস্টানদিগের প্রবর্তিত পুরানো পুঁথিগুলির যেসব ভিত্তিহীন ও উদ্ভট গল্প কোরআন মজীদের তাফছীরে চরম নিষ্ঠুরতার সহিত ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে– একখানা স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করিয়া তাহার প্রকৃত স্বরূপ শিক্ষিত ও ন্যায়নিষ্ঠ সমাজের সম্মুখে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়া দিতে হইবে। এজন্য আমি প্রস্তুতও হইতেছিলাম। এই উদ্দেশ্যে 'কোরআনের হজরত ঈছা ও বাইবেলের যিশুখ্রিস্ট' নামক একখানা পুস্তকের ভূমিকাও লিখিত হইয়াছিল।

একান্ত অবান্তর হইলেও, নিজের বর্তমান অবস্থারও একটু পরিচয় এখানে দিয়া রাখিতে হইতেছে। আমার বয়স এখন ৯৪ বৎসরের শেষে উপনীত। পুরিসি রোগে ভুগিয়া একটি Lung অচল হইয়া আছে কম-বেশি ২৫ বৎসর হইতে। কোমরের বেদনাও অনেকদিনের সঙ্গী-সাথী হইয়া আছে। তাফছীরের খেদমতে দীর্ঘকাল (১২ বৎসর) অবিরাম কুরসির উপর (পা ঝুলাইয়া) বসিয়া থাকিতে থাকিতে শরীরের নিম্নাঙ্গ শোথ ও বাত বেদনার আক্রমণে এক প্রকার পঙ্গু। কিন্তু আল্লাহর ফজলে হাত দুইখানা, চোখ দুটি ও মস্তিষ্ক এখনও সচল ও সবল আছে।

গত পীড়ার পর, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের মুখে শুনিয়া জানিতে পারিলাম যে, তাঁহারা সকলে আমার জীবন সম্বন্ধে একপ্রকার হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তখন আমার মনে হইল, শরীরে একটু বল পাইলে আমার

সংকল্পিত কাজগুলি যত সত্বর সম্ভব সমাপ্ত করিয়া ফেলিব। এই কাজগুলির সন্ধান নিতে গিয়া দেখিতে পাইলাম, 'মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস' নামক একখানা কপি বুক, আর কতকগুলি এলোমেলা গোছের ফস কাগজ এবং তাহাতে কতকগুলি অস্পষ্ট 'নোট' ও ইঙ্গিত। বহুদিন হইতে আমাদের মধ্যে এ সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা চলিয়া আসিতেছিল। তখন একজন বন্ধুর কৃপায় দুই মাস তাফছীরুল কোরআন ছাপার কাজ বন্ধ থাকে! সে সময়ে আমি সময় কাটাইবার জন্য কিছু পড়াশোনা করিয়াছিলাম। আমি মরিয়া গেলে এগুলির কেহ তল্লাশ নিবে না বা নিতে পারিবে না—এই ভয়ে, যতটুকু এখন সংকলিত আছে, এবং পূর্ববর্তী স্বদেশী ও বিদেশী লেখকগণের বিভিন্ন জ্ঞানগর্ভ বিচার আলোচনাগুলি পাঠ করিয়া এ পর্যন্ত যেসব তথ্য জানিতে পারিয়াছি, তাহা বিক্ষিপ্তভাবে কাগজের হাওলা করিয়া রাখিয়াছি।

মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস সম্বন্ধে বিচার আলোচনা করা যে সহজসাধ্য ব্যাপার নহে, অভিজ্ঞ পাঠকবর্গকে তাহা বলিয়া দিতে হইবে না। ভারতের সহিত, বিশেষতঃ বঙ্গদেশের সহিত আরবদিগের ও ইছলাম ধর্মের সংস্রবের ফল, তাহার সময়, বঙ্গদেশের পুরাতন ইতিহাস ও বিদেশী আর্যদিগের প্রতি তাহাদের তৎকালীন মনোভাব, বৌদ্ধ, জৈন এবং বৈষ্ণব ও খ্রিস্টান ধর্মের প্রভাব ও প্রসার, বাংলা ভাষার উৎপত্তি এবং তাহার ক্রমবিকাশ বা বিকার, এই দীর্ঘ সময় ধরিয়া তাহাদের সমাজ-জীবনের, তাহাদের ধর্মীয় আচার-ব্যবহারের, তাহাদের আত্মরক্ষার সাধনা ও সংগ্রাম প্রভৃতি অনেক বিষয়ের সন্ধান আমাদিগকে লইতে হইবে। এমন অনেক প্রশ্নও আছে, বর্তমানে তাহা আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে বাহ্যতঃ অবান্তর বলিয়া মনে হইবে, কিন্তু পরে দেখা যাইবে, সেইগুলিই বস্তুতঃ অধিক দরকারি ও মৌলিক তথ্য।

পূর্বেই বলিয়াছি, এই প্রবন্ধটা সম্পূর্ণ অবিন্যস্ত, ইহার বিষয়বস্তুগুলি কতকগুলি বিক্ষিপ্ত তথ্যের সমষ্টিমাত্র। পাঠকগণ সেই হিসাবে ইহার বিচার করিলে বাধিত হইব। এই হিসাবে নিম্নে কতকগুলি সম-অর্থবাচক আরবী, ফার্সি ও সংস্কৃত শব্দ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

সম-অর্থবাচক
সংস্কৃত ও আরবী শব্দের তালিকা

১. অল্ল, অল্ল+অ= আল্লা الله

তাৎপর্য- (ক) 'পরম দেবতা' (বা, ভাঃ অভিধান)

(খ) "পরমেশ্বর' যিনি সর্বগ্রাহী, ইহাই ব্যুৎপত্তির লভ্য অর্থ (সং)।" (অভিধান)।

“অল্ল অল্লা (= আল্ল, আল্লা) মুসলমানদের উপাস্য পরম দেবতা। আমাদের অথর্বন সূত্রে ঐ পরম পুরুষের উপাসনার কথা উল্লিখিত আছে। (বিশ্বকোষ, ১, ৫৮৫)।

বিশ্বকোষ-প্রণেতা প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব মহাশয় আল্লা-উপনিষদের এই অংশের তাৎপর্য সম্বন্ধে যেসব অসঙ্গত মন্তব্য করিয়াছেন, তাহার পুনঃ পুনঃ যথেষ্ট প্রতিবাদ করা হইয়াছে। দরকার হইলে পরেও তাহার বিচার করা যাইতে পারিবে।

২. আপদ = আফৎ। افت

৩. ছতর = ছত্র سطر

৪. কার্পাস = কার্বাছ كربس

৫. মা, সংস্কৃতে বারণ, আরবীতে ‘না’—যেমন তুমি করিও না, এবং তুমি কর নাই।

৬. শ্রমন—শর্মন = শমন شمن

৭. কপূর-কাফুর– كافور

৮. মানুষ, প্রাকৃতে মানুস = মানুছ। انس ধাতু হইতে ইনছান।

৯. মন = মান্ বা মান্নোন্।من অর্থ—যাহা দ্বারা ওজন করা যায়।

১০. মা (মাতা) = উম্মা। ام

১১. হলাহল = হলাহল। هلاهل

১২. পলিতা = ফালিতা فليفه

১৩. রমল }
১৪. জফর } উভয় জ্যোতিষের পরিভাষা।

১৫. ব্যাম-(বাও) = বাত্তম باع

১৬. শীত + অ শিতা, = শিতা شتاء

১৭. ছর্দ্দি = ছার্দ্দি, سردي

১৮. সোনামুখী = ছানা মাক্কী سنامكى

১৯. দ্রাবিড় = দ্রাভিদ دراويد

২০. গান = (গনা) غناء

২১. কর্ময়েল = গেমল, আরবী جمل।

২২. আর্য = আরিয়া। আর্য। ارية

২৩. চন্দন = ছন্দল। صندل

২৪. দীনার = দীনার। دينار (সুবর্ণ মুদ্রা)

২৫. অকর্কর = اقرقره (আকর করা)

২৬. ব্রাহ্মণ = বেরাহমন। برهمن

২৭. কামরূপ = কামরূ । قمرو
২৮. অহিফেন = আফয়ুন- افيون - افعي (অহিশাপ, আফয়ী শাপ)
২৯. ক্রিম, কৃমি (কীট, পোকা)—ক্রেম, كرم
৩০. নায়ক, শৃঙ্গার সাধক'– নায়েক نايك
৩১. কলম–কলম, قلم

সম-অর্থবাচক
সংস্কৃত ও ফার্সী শব্দের তালিকা

১. এক-য়া, দুই-দো, এইরূপে (তিন= (ছে) বাদে ৯৯ পর্যন্ত সমস্ত শব্দ ।
২. শত-ছদ, صد
৩. সপ্তাহ-হফতা, هفته
৪. শৃগাল-শেগাল, شغال
৫. মাস-মাহ, ماه
৬. সপ্তসিন্ধু-হপ্তহিন্দু । هفت هندو
৭. উষ্ট্র-উশতর اشتر
৮. গৌ–গাও, گاو
৯. খার–খার, خر গাধা ।
১০. মেষ–মেষ ميش
১১. অঙ্গীর–অঙ্গীরা انگاره
১২. অঙ্গুষ্ঠ–অঙ্গুশত, انگشت
১৩. গ্রীবা, গ্রীবেন–গ্রেবান گريبان
১৪. দুর্নাম–দুনাম, دشنام
–যথা গীতি ও গীর্পতি ।
১৫. দেব—দেও, ديو ওয়াও বর্ণের উচ্চারণ-ভেদ স্মরণীয় ।
১৬. দৈত্য–দাৎ دت
১৭. পূর্ণিমা, পূর্ণিমা پرنيمه পূর্ণার্দ্ধ ।
১৮. আপ—আব (পানি), যেমন পাদশাহ ও বাদশাহ ।
১৯. আম্র–আম ।
২০. অস্তি–আস্ত است
২১. শর্করা—শাক্কর– شكر
২২. আদ্রক–আদ্রক– ادرك
২৩. তাম্বুল–তাম্বুল تمبول—পান ।
২৪. তাপ—তাব । تاب

২৫. দ্বার– সার– در দরজা ।

২৬. গন্ধ-গন্দ ।

২৭. কাম-কাম کام বাসনা, মনোবাঞ্ছা ।

২৮. বাজ-বাজ ।

২৯. নারিকেল-নারজীল نارجیل

৩০. মোম-মোম, موم

৩১. অশ্বতর-অস্তর استر খচ্চর ।

৩২. নায়ক-নায়েক ।

৩৩. তুরঙ্গ-অশ্ব, ترنگ

এই শব্দগুলি উদ্ধৃত করিয়া আমি দেখাইতে চাহিয়াছি যে, সেকালের সংস্কৃতভাষী, আরবীভাষী ও পার্সীভাষী 'আর্য'রা পরস্পরের নিকটবর্তী এক-ই অঞ্চলে বসবাস করিয়াছিলেন। একই পরিবেশে দীর্ঘকাল অবস্থান করার ফলে, স্বাভাবিকভাবে তাঁহাদের মধ্যে এই সকল এবং এইরূপ আরও বহু শব্দের আদান প্রদান ঘটিয়াছিল। তখনকার দিনে আরবী পার্সী শিক্ষার প্রতি হিন্দু আর্যদের যে কত আগ্রহ ছিল এবং ঐ ভাষা দুইটি শিক্ষার জন্য তাহারা কিরূপ নিষ্ঠার সহিত উদ্যোগী হইতেন, নিম্নোদ্ধৃত শাস্ত্রীয় বচন হইতে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে—

'জ্যৈষ্ঠাশ্লেষা মঘা মূলা রেবতী ভরণীদ্বয়ে ।

বিশাখা শোচওরাষাঢ়া শতর্ভে পাপ বাসরে ।

লগ্নে স্থিরে সচন্দ্রেচ পারসীমারবীং পঠেত ।"

ইতিগণপতি মুহূর্ত চিন্তামনি ।

(শব্দকল্পদ্রুম ও বিশ্বকোষ হইতে উদ্ধৃত)

অর্থা—জ্যৈষ্ঠা, অশ্লেষা, মঘা, মূলা, রেবতী, ভরণী, বিশাখা, উত্তরষঢ়া ও শতভিষা নক্ষত্রে, শনি রবি ও মঙ্গলবারে, সচন্দ্ৰস্থিরলগ্নে আরবী ও পার্সী অধ্যয়ন করিবে।

বিশ্বকোষ-কর্তা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় বলিতেছেন ঃ "আর্য (অর্থাৎ, হিন্দু আর্য) ও পারসিকেরা বহুদিন হইতে যে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাহা এই উভয় জাতির ভাষা ও আচার-ব্যবহার দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে। পার্সীদের ন্যায় অতটা ঘনিষ্ঠ সংস্রব না হইলেও, আরবদের সহিতও তাঁহাদের যে পারিবেশিক সংস্রব ছিল, তাহাও স্বতঃ প্রমাণিত হইয়া আছে।

আরবী, পার্সী ও সংস্কৃত ভাষার মধ্যে কোনটা অধিক প্রাচীন, এক্ষেত্রে তাহা আমাদের বিবেচ্য নহে। এই আলোচনায় শুধু এই ভাষাগুলির পরস্পর আদান প্রদানের পরিচয় দেওয়াই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। ঐসকল ভাষাভাষীরা যে পূর্বে দীর্ঘকাল এক-ই জনপদে অবস্থান করিয়াছিলেন, উপস্থিত ইহাই আমার

প্রতিপাদ্য। তবে ঐ ভাষাগুলি সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে একটা প্রাসঙ্গিক বিষয়ের উল্লেখ করাও আবশ্যক মনে করিতেছি।

যে ভাষার অথবা যেসব ভাষার সংমিশ্রণের বা সংস্করণের ফলে বৈদিক সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তি ঘটিয়াছিল, সেইগুলির নিরপেক্ষ বিচার আলোচনা করিলে, স্পষ্টত দেখা যাইবে যে, বৈদিক ভাষাকে সভ্য মানব সমাজের আদি ভাষা বলিয়া কোনো মতেই গ্রহণ করা যাইতে পারে না। পার্সী ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে যথাযথভাবে আলোচনা করার সুযোগ এখনও আমার ঘটে নাই। আরবী ভাষাকে দুনিয়ার আদিম বা সর্বপ্রথম ভাষা বলিয়া দাবি করার কোন সঙ্গত কারণ আছে বলিয়া আমি জানিতে পারি নাই। কিন্তু অকাট্য ঐতিহাসিক প্রমাণের দ্বারা ইহা নিশ্চিতভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, বাইবেল পুরাতন নিয়ম বা মোসীর পঞ্চ পুস্তক প্রভৃতি রচিত হওয়ার অন্ততঃ সমকালে, তাহার মধ্যকার একখানা কিতাব বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় রচিত হইয়াছিল। পুস্তকখানার নাম 'Book of Job', আরবীতে اسفر ايوب الصديق খ্রিস্টপূর্ব ৫ম শতকে পুস্তকটি রচিত হইয়াছে বলিয়া আধুনিক পণ্ডিতগণ বিশ্বাস করেন (Ency. Britanica) বিখ্যাত ঐতিহাসিক অধ্যাপক হিত্তি (Hitti) এই পুস্তকের ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে বলিতেছেন ঃ

In job 6-19 the Sheba (Ar. Saba) are associated with Tema (Tayma), Job, the author of the Finest piece of poetry that the ancient Semitic World Producerd, was an Arab, not a Jew as the form of his name Iyyob, (Ar. Ayyub) and the scene of his book, North Arabia, indicate, (P– 42-43)

মর্মার্থ ঃ জোবের কবিতায় শেবা (আরবী ছাবা) তেমার (তায়মা) সঙ্গে সংযুক্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। প্রাচীন সেমেটিক দুনিয়ার সবচাইতে সেরা কবিতার রচয়িতা জোব একজন আরব ছিলেন; ইহুদী ছিলেন না। তাহার আয়ুব (আরবী আইয়ুব) নামের গঠন এবং তাহার পুস্তকে উত্তর আরবের দৃশ্যাবলীর বর্ণনা হইতে ইহা প্রতীয়মান হয়। (পৃঃ ৪২-৪৩)

“পারস্যের স্বনামখ্যাত সম্রাট দারিউশ (দারা) তাহার نقش رستم নামক প্রাসাদে যে শিলালিপি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা আজও মওজুদ আছে। তাহাতে দারিউশ এইভাবে নিজের পরিচয় দিতেছেন ঃ

منم داريوش شاه بزرگ شاهان شاه . پسر ويشتاسپ هجامنشى - پارسى پسر پارسى آريائى از نژاد آريائى ... وقتنبكه اهورا مزدا ديد كه كار زمين مخل شده آنرا بمن سپرد الخ

আমি দারিউশ মহাসম্রাট রাজাধিরাজ, রেশতাছপের পুত্র, (আমি হইতেছি)। পার্সীর পুত্র পার্সী, আর্য ও আর্য বংশ সম্ভুত ... যখন অহুরা মাজদা (খোদাঅন্দে আলীম) দেখিলেন যে, দুনিয়ার কাজ বিপর্যস্ত হইয়াছে, তখন তিনি তাহা আমার ছোপর্দ করিলেন এবং আমাকে বাদশা বানাইয়া দিলেন”- ইত্যাদি।

(দানেশগাহে তেহরান হইতে প্রকাশিত هشت مقاله হইতে উদ্ধৃত)।

এই প্রবন্ধের প্রথম ভাগে দেখানো হইয়াছে যে, আরিয়া শব্দের ব্যবহার আরবী ভাষাতেও প্রচলিত ছিল। আরবীতে (আরিয়া اري;) য়া-বর্ণের দ্বিত্ব উচ্চারণ স্থলে য়-বর্ণ য-এ পরিবর্তিত হইয়া যায়, তখন উহার উচ্চারণ হইবে অনেকটা আর্য শব্দের বাঙ্গালা উচ্চারণের মত। অভিধান (ছোরাহ) আরও বলিয়াছেন যে, "পারস্যের একটি শহরের নাম ارجان আরজান। উহা ফার্সী আরগান শব্দ হইতে গৃহীত।" আমি যতদূর জানি, ফার্সী ব্যাকরণ অনুসারে আর্যঃ বা আরিয়াঃ শব্দের শেষোক্তঃ বা উহ্য হে-বর্ণ গাফ-এ বদল হইয়া আরগান হইয়াছে। গান' বহুবচন। অর্থাৎ উহার অর্থ হইবে আর্যগণ। কেহ কেহ 'গান' শব্দের ن নুন বা ন-বর্ণকে غنه বা অনুনাসিক উচ্চারণ করিয়াছেন। আমার মতে, ইহার অর্থ হইবে। আর্যগণ উপরোক্ত আরবী ভূগোলেও এই আর'জান নামক স্থানের উল্লেখ আছে। তখন পারস্যের অদি অধিবাসী হিন্দু ও পারিসকগণ' সকলে নিজদিগকে আর্য বলিয়া প্রকাশ করিতেন।

আরব ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিকগণও মিছর এবং ইরানের পুরাতত্ত্ব ও ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। বিখ্যাত ভৌগোলিক য়াকুত হামাভীর দীর্ঘ বর্ণনার প্রাসঙ্গিক অংশ এই যে, ফারেছ' শব্দ ফেরাছাত মাছদার হইতে উৎপন্ন। আরবী নাম উহার অর্থ—বিদ্বান, জ্ঞানবান ও সুচতুর। তাই তাহাদের ফারসী নাম হইয়াছে বিচক্ষণ ও আলেম বা বিদ্বান লোক। ফারেছ' দেশের নাম নহে। ফারেছ হজরত নূহের পৌত্র বা প্রপৌত্র, পারস্যদেশ যে সেকালে জ্ঞান চর্চার বা বিদ্যাশিক্ষার প্রধান কেন্দ্র ছিল, য়াকুত তাহারও বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। অন্যরা বলিয়াছেন, ফারেছ মূলত পার্সী শব্দ, আরবরা উহাকে আরবী করিয়া নিয়াছেন। এই ভৌগোলিকের ও অন্যান্য ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিকের মতামতের মধ্যে কিছু কিছু প্রভেদ আছে বটে, কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহারা সকলে একমত যে, হজরত নূহের সমসাময়িক মহাপ্লাবনের পরবর্তী বংশধরদিগের একজন, সম্ভবতঃ তাহার পৌত্র বা প্রপৌত্র 'ফারেছ' এই বিরাট জাতির প্রথম প্রতিষ্ঠাতা বা আদি পুরুষ। পারস্য দেশে, বিশেষত ভারতের সীমান্তবর্তী খোরাছান প্রদেশে, বহু বিভিন্ন শ্রেণীর বহিরাগত লোকদিগের সমাগম হইয়াছিল, ইহাও ইতিহাস হইতে জানা যায়। আরবী অভিধানকারদিগের বর্ণনা মতে, 'আর্য' শব্দের অর্থ—মধু, বৃষ্টিধারা, ভীমরুলের চাক। এই কর্মপদে তাহার অর্থ হইবে–

ارى صدره بالحسد ، اي وغريعنى پرشد از كينه

অর্থাৎ "তাহার অন্তঃকরণ হিংসা-বিদ্বেষে পূর্ণ হইল।"

এইরূপে আঠুন ধাতু হইতে উৎপন্ন তারিজ' Infinitive Mood বা মাছদারের অর্থ برانگيختن وبراغاليدن অর্থাৎ, কাহাকে কোন অসঙ্গত কাজের জন্য উত্তেজিত বা প্ররোচিত করা। আরবদেশের বার' ও 'তাগলা' নামক দুইটি গোত্রকে

প্ররোচিত করিয়া তাহাদের মধ্যে যুদ্ধ বাধাইয়া দিয়াছিল যে ব্যক্তি, আরবী ভাষায় তাহার নাম পড়িয়া গিয়াছে মু'রেজ' বলিয়া ।– ছোরাহ, মোন্তাখাব প্রভৃতি । আমার মনে হয়, হিন্দু আর্যদের পরবর্তী যুগের ব্যবহৃত যবন, ম্লেচ্ছ, রাক্ষস ইত্যাদি শব্দের ইহা প্রতিধ্বনি মাত্র ।

এখন আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, এক দেশবাসী বিভিন্ন দলের মধ্যে এই মতভেদের ও পথভেদের কারণ কী ঘটিয়াছিল, কোন গুরুতর বিষয়কে উপলক্ষ করিয়া পারস্যবাসীরা পরিণামে ভীষণ যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইতে বাধ্য হইয়াছিল এবং সেই যুদ্ধ-বিগ্রহের পারিণাম কী ঘটিয়াছিল :

পরবর্তী অধ্যায়ে ইহার আলোচনা করা হইতেছে ।